CYMK
কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

www.facebook.com/arthiklipiepaper Siliguri Office: Ph: 0353-2521544, Fax: 0353-2521545 Email: lipi.siliguri2015@gmail.com ৮ পাতা ₹3

VOL XII, ISSUE - 236 শিলিগুড়ি ● রবিবার ● ২৭ শ্রাবণ, ১৪২৪ ● ১৩ আগস্ট, ২০১৭ ● SILIGURI ● SUNDAY ● AUGUST 13, 2017

### সফর বাতিল

বোস্টন সফর বাতিল করলেন দলাই লামা। তিব্বতের এই আধ্যাত্মিক গুরু মঙ্গলবারই বোস্টন সফরে যাওয়ার কথা ছিল। সফর বাতিল করার জন্য বোস্টন প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে গভীর অনুতাপ জানিয়েছেন লামা।

### শিখরে শিখর

ক্যান্ডিতে তৃতীয় টেস্টে শতরান করলেন ভারতীয় ওপেনার শিখর ধাওয়ান। এটি তাঁর কেরিয়ারে ষষ্ঠ শতরান। যার মধ্যে চারটিই এসেছে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। প্রথম দিনের দ্বিতীয় সেশনে ১২৩ বলে ১১৯ রান করে প্যাভেলিয়নে ফেরেন তিনি।

# জটিল হচ্ছে উত্তরের বন্যা পরিস্থিতি

## নবান্নে জরুরি বৈঠক, পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

**দার্জিলিং/জলপাইগুড়ি/কোচবিহার: ১২ আগস্ট :** লাগাতার বর্ষণের জেরে ক্রমে ঘোরালো হচ্ছে উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ, দুই দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের প্রায় সবকটি জেলাই জলবন্দি। হু-হু করে বাড়ছে উত্তরের বিভিন্ন নদীর জল।

বেশ কিছু নদীতে জল বিপদসীমার উপর দিয়ে যাওয়ায় জারি করা হয়েছে সতর্কতা। তার উপর তিস্তার ২১টি লকগেট দিয়ে জল ছাড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী লাগাতার বর্ষণে সবথেকে খারাপ অবস্থা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের। তিন জেলায় প্রায় ষাট হাজার মানুষ জলবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। এমতাবস্থায় উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস। শনিবার আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৬ আগস্ট পর্যন্ত ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দার্জিলিং, মালদহ, দুই দিনাজপুর সহ উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায়। মৌসুমি অক্ষবেখা সক্রিয় থাকায় উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ডেও।

উত্তরবঙ্গে উদ্ভূত বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিঘি থেকেই গোটা বিষয় নিয়ে তিনি কথা বলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। গোটা পরিস্থিতিতে নজর রাখা হচ্ছে নবান্নর তরফে। উত্তরের সবকটি জেলার জেলাশাসক ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে সতর্ক করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে ছুটি বাতিল করা হয়েছে সেচ দফতরের কর্মীদের। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে শনিবার নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও হয়েছে।

গত তিনদিনের বিরামহীন বৃষ্টিতে জলমগ্ন জলপাইগুড়ি পুরসভার প্রায় সবকটি ওয়ার্ড। স্থানীয়দের বক্তব্য, শেষ ১৫ বছরে বর্ষার এহেন রূপ তারা দেখেননি। টানা বৃষ্টির জেরে তিস্তার দোমহনী থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় জারি করা হয়েছে হলুদ সংকেত। ভুটানে বৃষ্টির জেরে হলুদ সংকেত জারি রয়েছে জলঢাকা নদীতেও। এদিকে জলপাইগুড়ি শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া করলা নদীর জলও বেড়েছে। কোমর সমান জল দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসপাড়া, মহামায়াপাড়া, পরেশ মিত্র কলোনি, চুনিলাল রোড প্রভৃতি এলাকায়।

এদিকে টানা বৃষ্টিতে ধস নেমেছে পাহাড়ে। দার্জিলিঙের লেবংএ শনিবার সকালে ধস নামে। ধসে ২ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। ধসের ফলে পাঙ্খাবাড়ির রাস্তা দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে সরাসরি যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিঙের মধ্যে। যেতে হচ্ছে ঘুরপথে। ধসের খবর মিলেছে কালিঝোরা থেকেও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ধস সারানোর কাজ শুরু করা হয়েছে। তবে বসে মৃত্যুর কোনও খবর প্রশাসনের তরফে জানানো হয়নি।

গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টিতে কোচবিহার জেলাতেও তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। এরই মাঝে আজ বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম লাল্টু রায়। তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পাশাপাশি কোচবিহারের দেওচড়াইতে জলবন্দি মানুষদের উদ্ধারে নামে বিএসএফ। আজ সকালে কালজানি নদীর জল বাড়িতে ঢুকে পড়ায় গবাদি পশু নিয়ে ভেলায় করে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন লাল্টু। সেই সময় বলরামপুরের সরেয়ারপাড় এলাকায় উল্টে যায় তার ভেলাটি। জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন। দু'দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি ও ভুটান পাহাড় থেকে জল এসে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কোচবিহারে। জেলার তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক নদীতে হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, তিস্তা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক, বমানসাই প্রায় ২০টি ছোটো-বড়ো নদী কোচবিহার জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। অধিকাংশ নদী ভুটান পাহাড় থেকে এসে জেলার মধ্য দিয়ে গিয়ে বাংলাদেশে গেছে। ফলে ভুটানে ভারী বৃষ্টি হলেই এই নদীগুলির জলস্তর বেড়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয় কোচবিহারে।

অন্যদিকে ভারী বৃষ্টির জেরে ব্যাহত হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ট্রেন পরিষেবাও। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। বেশ কিছু জায়গায় জলের তলায় চলে গেছে রেল লাইন। শনিবার বিকাল পর্যন্ত বাতিল করা হয়েছে সাতটি ট্রেন। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের স্টেশন মাস্টার জানিয়েছেন, প্রায় সবকটি ট্রেনই নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে চলছে। এনজেপি চত্বরেই দাঁড়িয়ে পড়ে ব্রহ্মপুত্র মেল। কয়েকটি ট্রেনের যাত্রাপথেও পরিবর্তন আনা হয়েছে।

## প্রবল বর্ষণে জলবন্দি মালদহ মেডিক্যাল কলেজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি,মালদহ:** রাতভর একটানা বৃষ্টিতে ডুবল মালদহ শহর। এমনকি লাগাতার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে মালদহ মেডিক্যাল কলেজের ভিতরের অংশও। দুর্ভোগে পড়েন রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা।

শুক্রবার রাত থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি হয়েছে মালদহ জেলাজুড়ে। গ্রামীণ এলাকার পাশাপাশি ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদহ পুরসভা এলাকার পাড়ায় পাড়ায় হাঁটুজল জমে থাকায় বাড়ি থেকেও অনেকে বের হতে পারেননি। পাম্প চালিয়ে জল নামানোর চেষ্টা করেন কেউ কেউ। শনিবার সাত সকালেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে জমা জলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান বাবলা সরকার। তিনি বলেন, বিভিন্ন এলাকায় হাইড্রেন নিকাশি ব্যবস্থার কাজ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও বিরামহীন বৃষ্টিতে অনেক ওয়ার্ডে জল জমেছে। এই অবস্থায় জল নামাতে পুরসভার তরফে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাম্প বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মালদহ মেডিক্যাল কলেজের নীচের তলায় পুরুষ-মহিলা বিভাগ, সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে বৃষ্টির জল জমে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। হাসপাতালের সামনে জমে থাকা একহাঁটু জল পেরিয়েই রোগী নিয়ে হাসপাতালে আসতে দেখা যায় আত্মীয় পরিজনদের। হাসপাতালের ভিতরে জল ঢুকে যাওয়ায় রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতেও যথেষ্ট বেগ পেতে হয় চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থকর্মীদের। একটি বেডে তিন-চার জন করে রোগীর জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকার ছবিও ধরা পড়েছে।

মেডিক্যাল কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ অমিত দাঁ জানিয়েছেন, যেভাবে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে জল ঢুকেছে বিভিন্ন ওয়ার্ডে। তার অভিযোগ, হাসপাতাল সংলগ্ন নিকাশি নালাগুলি ঠিকমতো কাজ না করার কারণেই এই দুর্ভোগ। ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদহ পুরসভার চেয়ারম্যান যথাক্রমে নীহার ঘোষ ও কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, জল জমেছে একথা ঠিক। কিন্তু পুরকর্মীরাও দ্রুত জল নামোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় বসানো হয়েছে পাম্প।

*জলমগ্ন মালদহ মেডিক্যাল কলেজ চত্বর।*

*শনিবার জলপ্লাবিত কোচবিহারের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।*

## পাহাড়ে অব্যাহত বনধ

**দার্জিলিং, ১২ আগস্ট: শনিবার গোর্খাল্যান্ড মুভমেন্ট কোয়ার্ডিনেশন কমিটির বৈঠকে পাহাড়ে অনির্দিষ্টকালের বনধ জারি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। এদিনের বৈঠক শেষে পাহাড়ের আন্দোলনকারী দলগুলির তরফে জানানো হয় আপাতত বনধ প্রত্যাহার করা হবে না।**

**পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় অবিলম্বে পুলিশি অভিযান বন্ধ না হলে 'দার্জিলিং চলো' অভিযানে ডাক দেওয়া হবে। যেখানে যোগ দেবেন গোর্খাল্যান্ডের সমর্থনকারী, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ। আগামী ১৫ আগস্টপাহাড় জুড়ে মানব বন্ধন এবং জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিলের কর্মসূচিও এদিনের বৈঠকে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পৃথক রাজ্যের দাবিতে প্রায় ২ মাস ধরে এই বনধ্ চলছে পাহাড়ে।**

## জলমগ্ন চারিদিক, খেলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে মৃত্যু ২ জনের

**নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন এলাকা। ফলে পুকুর ও সমতল বোঝা দায়। এরই মধ্যে খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে মৃত্যু হল এক নাবালক ও এক শিশুর। আজ ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির জয়পুরের মালকানিপাড়াতে। আজ বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ কমলেন্দু রায় (১২) ও হরকুমার রায় (৫) খেলছিল। সম্পর্কে তারা কাকা, ভাইপো। খেলতে খেলতে তারা পুকুরে গিয়ে পড়ে। জলে ডুবে মারা যায় দু'জন। বাড়ির লোকেরা খোঁজাখুঁজি করে পুকুর থেকে উদ্ধার করে ওই দু'জনকে। এরপর তাদের জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদের দুটিকে আজ সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দু'জনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে জয়পুর মালকানিপাড়াতে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, চারিদিক জলমগ্ন। কোনটা পুকুর আর কোনটা রাস্তা বোঝা দায়। সে কারণেই ভুল করে পড়ে যায় ওই দু'জন।**

## জলমগ্ন ধূপগুড়ি, অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও পুরভোট সূচি মেনেই

**নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি:** রাত পোহালেই পুরভোট ধূপগুড়িতে। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির মধ্যে কীভাবে ভোট হবে তা নিয়ে চিন্তিত জেলা প্রশাসন। তাই বাধ্য হয়ে শনিবার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়জেলা প্রশাসন। এদিন ধূপগুড়ি পুরসভা জেলা অফিসে বৈঠকে বসেন জেলাশাসক রচনা ভাগত। তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসেন অবজারভার ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জলের তলায় ধূপগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা। বেশিরভাগ এলাকায় বুক সমান জল। এরমধ্যে কীভাবে জল ঠেলে ভোটকর্মীরা ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে যাবেন বা তারা কোথায় থাকবেন? সব মিলিয়ে নানা সমস্যার মুখোমুখি জেলা প্রশাসন। জলপাইগুড়ি জেলাশাসক রচনা ভগত বলেন, আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। ধূপগুড়ি পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের অবস্থা খুব খারাপ। আমরা সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই কথা বলব এই পরিস্থিতি নিয়ে। কারণ এই অবস্থায় ভোট খুব কষ্টের। এই ওয়ার্ডের বিভিন্ন বুথ এখন জলের তলায়।

ভোট কর্মীরা কোথায় থাকবেন, কী করবেন তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আমরা কমিশনকে এখানকার পরিস্থিতি জানিয়েছি। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কী করে মোকাবিলা করা যায় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের একটা জায়গা। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি হলে সবাই ভোট কেন্দ্রে আসতে পারবেন না। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নির্ধারিত সূচি মেনেই ভোট হচ্ছে ধূপগুড়িতে।

## টানা বর্ষণে বিপন্ন বন্যপ্রাণ, ব্যাপক ক্ষতির মুখে বক্সা ব্যাঘ্রপ্রকল্প

**নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার:** টানা বৃষ্টিতে বিপন্ন বন্যপ্রাণ। পরপর দু'দিন পাহাড় এবং সমতলে লাগাতার বর্ষণের জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে বক্সা ব্যাঘ্রপ্রকল্পের জঙ্গল। জঙ্গলের বেশকিছু নজর মিনার, ব্রিজ ও অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সংকোশ নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সংকোশ বিট অফিসে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গলের ভিতরে ডিমা, বাসরা, সংকোশ নদীর বেশ কয়েকটি ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বক্সা প্রকল্পের আধিকারিকরা। খবর গেছে আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক দেবীপ্রসাদ কর্ণমের কাছেও। জেলাশাসক বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এখনও পর্যন্ত বন্যা প্রাণের কোনও রকম ক্ষতির খবর পায়নি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিকরা। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা কল্যাণ রাই বলেন, আমরা বিভিন্ন এলাকা থেকে ক্ষয়ক্ষতির খবর পাচ্ছি। তবে আমাদের জঙ্গল লাগোয়া উঁচু পাহাড়ি এলাকা রয়েছে। বর্ষার আগাম পূর্বাভাস বুঝতে পেরে বন্যপ্রাণীরা উঁচু জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেক্ষেত্রে সমস্যা তেমন গুরুতর নয়। তবে বনদফতরের বেশ কিছু সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতির হয়েছে। আগামী ১৫ আগস্ট পর্যন্ত অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। যে হারে বৃষ্টি হচ্ছে তা আরও কিছুদিন চললে বিপদ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করা হচ্ছে। তা জেলাশাসকের কাছে জমা দেওয়া হবে। বনদফতর সূত্রে জানা গেছে, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পশ্চিম বিভাগের তুলনায় বেশি ক্ষতির মুখে পড়েছে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব বিভাগের জঙ্গল। এই এলাকার সংকোশ ও রায়ডাক নদীর জল বন্যাঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। জলের তোড়ে সংকোশ বিটের দুটি ব্রিজ ভেঙে গেছে। এছাড়া পূর্ব বিভাগের বেশ কয়েকটি নজর মিনার টানা বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যঞ্চলের এই বিপন্নতার উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে।

## দিল্লি থেকে মুখ্যসচিবকে ফোন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

**দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়**

ফের নিম্নচাপের জেরে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী চারদিন এ রাজ্যে ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের তিন জেলা জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। আত্রেয়ী নদী সহ ওই অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলির জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে শুরু করেছে।এমতাবস্থায়প্রায়৬০হাজার মানুষ জলমগ্ন হয়ে পড়েছেন। মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। শিলিগুড়ির বেশকিছু ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।

এদিকে এই সতর্কবার্তা পাওয়ার পরেই উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি থেকে ঘন ঘন ফোনে প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নেওয়া ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। নবান্নে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ২৪ ঘণ্টার মনিটরিং সেলও খোলা হয়েছে। সেচমন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সেচ দফতরের ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মলয় দে উত্তরবঙ্গের জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত ত্রাণ, খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠানো হয়েছে। পাঠানো হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমকেও। আগামী ২৪ ঘণ্টায় যাতে কোনও ব্যারেজ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়া না হয়, সে ব্যাপারেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।শনিবার সারাদিন দফায় দফায় বৃষ্টি হয়েছে। আগামী তিন-চারদিন উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে ফের বন্যার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে অভিজ্ঞ মহল।অন্যদিকে দিল্লি থেকে ফেরার পথে বিমান বিভাটের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় তিন ঘণ্টা তাঁর বিমান আটকে থাকে বিমানবন্দরে। এমনকী ভেতরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র বন্ধ থাকার কারণেঅসুস্থহয়েপড়েনকয়েকজন যাত্রী। মনে করা হচ্ছে, যান্ত্রিক গোলযোগেরকারণেইএয়ারইন্ডিয়ার বিমানে এই বিপত্তি।

## পথদুর্ঘটনায় মৃত বিশিষ্ট চিকিৎসক

**নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা:** বেপরোয়া লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক এম এল গুপ্তা'র (৭০)। একই সঙ্গে এই দুর্ঘটনায় ওই চিকিৎসকের মোটর বাইক চালক সুজিত সরকারের (৪৫) মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার গাবগাছি এলাকার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে। এই পথ দুর্ঘটনার পর ঘাতক লরির চালক গাড়ি নিয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ওই লরির খোঁজ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত চিকিৎসক এমএল গুপ্তা অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তার বাড়ি মালদা শহরের সিঙ্গাতলা এলাকায়। মৃত সুজিত সরকারের বাড়িও একই এলাকায়। এদিন গাবগাছি এলাকার একটি নার্সিংহোম রোগী দেখার পরে মোটর বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন এই চিকিৎসক। বাইকটি চালাচ্ছিলেন তাঁর এক সহকর্মী সুজিত সরকার। গাবগাছি এলাকায় মোটর বাইকটি পিছন দিক থেকে আসা একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। মোটর বাইক থেকে দু'জনেই রাস্তার ধারে ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ডাঃ এমএল গুপ্তার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাইক চালক সুজিত সরকারকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু গভীর রাতে ওই চালকেরও মৃত্যু হয়।

এদিকে মর্মান্তিক এই পথ ডাঃ এমএল গুপ্তার মৃত্যুতে জেলার চিকিৎসক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছেন, লরির ধাক্কায় এক চিকিৎসক সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘাতক লরির খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।